বেলা অবেলার কথা

ও মেয়ের নাম দেব কি ভাবি শুধু তাই

ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

ও মেয়ের নাম দেব কি ভাবি শুধু তাই... ছায়াছবির গানের প্রথম চরণ। শৈশবে রেডিওতে শুনেছি বলে মনে পড়ে। এক সময় নিয়মিত হলে (ছবিঘরে) যাওয়া দর্শকদের মুখে মুখে ফিরতো এই গান। ছবির নাম সম্ভবত স্বরলিপি। শিল্পী মাহমদুন্নবী। আমার গান গাওয়ার যোগ্যতা নেই। তাই গান নিয়ে আমার মধ্যে তেমন কোন ভাবাবেগ নেই। তারপরও কেন যেন আমার মধ্যে গানের শুরুর কথাগুলো হঠাৎ করেই বেজে উঠলো। তাও অনেক অনেক বছর পর। সম্ভবত নাম নিয়ে নতুন এক অনুভূতি আমার ভেতরে কুরে কুরে খাচ্ছে বলেই এমনটি হয়েছে। তবে বিষয়টি সত্যিকারের কোন মেয়েকে নিয়ে নয়। নতুন উদ্ভাবিত ধানের দুয়েকটি জাতকে নিয়ে।

মাত্র কয়েকদিন আগে আমাদের দুটো ধানের জাত বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য প্রথাগত অনুমতি পেয়েছে। জাত দুটো হলো ব্রি ধান৬৩ এবং ব্রি ধান৬৪। নাম শুনে কী কিছু বোঝা যায় ধানের জাত দুটো কেমন? যদিও নাম দিয়েই ধান সম্বন্ধে প্রাথমিক একটা ধারণা পাওয়ার কথা। প্রথম জাতটির দিয়ে শুরু করি। যথেষ্ট ফলনশীল। জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর কাছাকাছি। জাতটির চাল যথেষ্ট সরু এবং চিকন। অবিকল বাসমতির মতো। দেখতে চমৎকার, চালের তুলনায় ভাত দেড়গুণের কাছাকাছি লম্বা হয়। ভাত সুস্বাদু। তবে সুগন্ধ নেই। আর সুগন্ধ নেই বলে সাধারণ মানুষও তাদের নিত্য দিনের খাবারে চিকন চালের ভাতের আস্বাদ পাবে। কারণ সুগন্ধি চালেলের ভাত দৈনিক খাওয়া যায় না। ইতোপূর্বে আমাদের এ ধরণের একটি জাত অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু জাতটির চালের বাসমতির মতো হলেও ভাত কিছুটা মোটা হয়ে যায়। কিন্তু সুগন্ধিযুক্ত। এজন্য ব্রি ধান৫০ এই পোশাকি নামের সঙ্গে জাতটির একটি চলতি নাম দেয়া হয়েছিল, বাংলামতি। জাতটির ফলন ভালো, বাজারে এখন সুগন্ধি এবং সরু চালেল হিসাবে বেশ চলছে এবং রপ্তানিযোগ্য। সেই হিসাবে একটি ট্রেড নামের দরকার ছিল বলে বাংলামতি নাম দেয়া হয়। এ উদ্যোগেরই পরবর্তী প্রয়াশ হলো ব্রি ধান৬৩। আমাদের ধারণা বাংলামতি নামটি মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। তাই দেখতে যখন একই রকম; জাতটিকে আমরা একই দলভুক্ত করে বাংলামতি-২ হিসাবে নামকরণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু গন্ধ নেই বলে জাতীয় বীজ বোর্ড তা মেনে নেননি। কিন্তু আমার মনে অন্য কথা। সরু এবং সুদৃশ জাতটির একটি ডাকনাম থাকলে ভালো হতো এবং প্রতিষ্ঠিত বাংলামতির নামের ধারায় করলেই চলতো। এ ধরনের চালকে ইংরেজিতে প্রাইম কোয়ালিটি রাইস বলা হয়েছে। গন্ধ থাক বা না থাক তা প্রাইম কোয়ালিটি রাইস। আর আমরা চালের যে সুগন্ধ পছন্দ করি, ইউরোপীয়রা সেটাকে ইঁদুরের গন্ধ বলে নাক সিঁটকায়। তাই গন্ধ না থাকলে যে বাইরের বাজারে চলবে না এমন নয়। আমার বিশ্বাস বাসমতি যাদের প্রথম পছন্দ তারা দ্বিতীয় পছন্দ হিসাবে এ চালকে কাছে টানবে। অন্তত বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিরা এটাকে পছন্দ করবেই। এবারে পরের জাতটির কথায় আসি। এ জাতটির চালের আকৃতি সাধারণ। তবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো জাতটির জিঙ্কের পরিমাণ ২৪.৬ পিপিএম। এ ধারায় ২ নম্বর জাত। (প্রথম জাতটি রোপা আমনের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। সেটির জিঙ্কের পরিমাণ ছিল ১৯ পিপিএম)। ফলন ব্রি ধান২৮ এর সমান। জীবনকাল ব্রি ধান ২৮ এর থেকে কয়েকদিন বেশি হলেও জিঙ্কের পরিমাণ ১০ পিপিএম বেশি। তাই ব্রি ধান৬৪'র সঙ্গে সঙ্গে জিঙ্কধান-২ বললে বোধহয় ভালো হতো। অন্তত জিঙ্ক নিয়ে চাষিদের দরোজায় আলাদা করে কিছু বলার দরকার হতো না। তবে এ ব্যাপারে ওই কমিটিকে আমি কিছু বলিনি। কারণ আমার মনে হয়েছিল কমিটি হয়তো প্রথমটির মতই গ্রহণ করবে না।

তবুও নাম নিয়ে কিছু বলতে হয়। এক সময় আমাদের দেশে হাজার হাজার ধানের জাত ছিল। তাদের হাজার হাজার নাম ছিল। নামতো আর শুধু শুধু দেয়া হয় না। বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করেই নাম দেয়া হয়। যেমন বকরির মতো কালো বলে কালোবকরি, গোবিন্দের ভোগের (ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সুগন্ধি প্রসাদ) উপযোগী বলে গোবিন্দভোগ নাম দেয়া হয়েছে। একইভাবে দুধের সরের মতো অনুভূতি জাগায় বলে বোধহয় ধানের নাম দুধসর। নামগুলো স্থানীয় ভাষায় হয়ে থাকে। ফলে এক জায়গার নাম আরেক জায়গায় অপরিচিত হতে পারে। কখনও জাত এক হলেও স্থানীয় উচ্চারণে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আবার অনেক নাম দুর্বোধ্য বা অর্থহীনও মনে হতে পারে। অথচ নাম কখনও অর্থহীন হওয়ার কথা নয়। সম্ভবত যে ভাষা বা উপভাষা থেকে নামটি এসেছিল তা আজ হারিয়ে গেছে। কিন্তু নামটি রয়ে গেছে। তাই নামটি আমাদের কাছে আজ অর্থহীন মনে হচ্ছে। যেমন ত্রিশাল অঞ্চলের একসময়ের আউশ ধান ভলই এবং ঈশ্বরগঞ্জের বোনা আমন গরিআরজিয়া। কী অর্থ নাম দুটোর? ভাষাবিদরা খুঁজে দেখতে পারেন।

ধান নিয়ে গবেষণা শুরু হওয়ার পর থেকেই নাম নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছুটা টানাপড়েন ছিল। সম্ভবত বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রয়োজনেই সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারের সঙ্গে ক্রমিক নম্বর দিয়ে ধানের জাত প্রকাশের ধারা শুরু হয়। তাই দেখা যায়, ঢাকা ফার্মে নির্বাচিত আউশের জাত কটকতারা হয়ে যায় ঢাকা নং ২, সূর্যমুখী, ঢাকা নং ৪। এভাবেই চারনক, পুখি, আতলাই, পানবিরা, ধারিয়াল, কুমারী, পাশপাই, মরিচবটি পর পর ঢাকা নং ৬, ঢাকা নং ৮, ঢাকা নং ১০, ঢাকা নং ১২, ঢাকা নং ১৬, ঢাকা নং ১৮, ঢাকা নং ২০, ঢাকা নং ২২ নামে পরিচিত করা হয়। এ জন্য একটি ক্রমিক নম্বরের অবশ্যই দরকার ছিল। তবে সেটা দিয়ে একটি ঐতিহ্যবাহী জাতকে পরিচিত করার চেষ্টা সাধারণ চাষিদের কেমন লেগেছিল কি জানি! আবার অন্যরকম ধারাও কোথাও কোথাও চালু হয়। সাড়া জাগানো আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) প্রথম জাতটি আই আর ৮ বলে সারাবিশ্বে পরিচিতি পায়। এটা কিন্তু ইরি উদ্ভাবিত ৮নং জাত নয়। বিজ্ঞানীদের হাতে করা ৮নং ক্রস থেকে উদ্ভূত প্রজন্ম থেকে বাছাই করা বলে এমনভাবে নামকরণ করা হয়েছে। তবে আইআর ২০, আইআর ৩৬ এবং আই আর ৬৪ এভাবে নামকরণ করা হয়েছে কিনা জানিনা। ইরি নিজে কখনও তার কৌলিক সারি জাত হিসাবে অনুমোদন করতে পারে না। তবে অন্যদেশে অনুমোদিত হলে জাত হিসেবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে একটি ক্রমিক নম্বর দিয়ে অনুমোদিত হয়। সঙ্গে তার একটি সাধারণ নামও থাকতে পারে। যেমন আমাদের দেশের প্রথম এমনিভাবে অনুমোদিত জাতটি হলো বিআর১। প্রকৃতপক্ষে জাতটি ইরি উদ্ভাবিত একটি কৌলিক সারি (আই আর ৫৩২-১-১৭৬)। জাতটিকে গাজীপুরের চান্দনা গ্রামের নাম অনুসারে চান্দিনা নামকরণ করা হয়। একইভাবে বিআর২৬ পর্যন্ত ব্রি উদ্ভাবিত বা সুপারিশকৃত জাতগুলোর এ ধরনের নামের সঙ্গে একটি করে ডাকনাম জুড়ে দেয়া হয়। কারণ তখনকার ধারণা ছিল ডাকনামটি চাষিরা সহজভাবে নেবে এবং তা নিয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ বিআর৩-এর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব নামটি চাষিরা এখনও মনে রেখেছে। আমার ধারণা নম্বর-ধারি নামের চেয়ে তারা-ডাকনামটিই বেশি পছন্দ করেছিল। তবে সব জাতের বেলায় সেটা ঘটেনি। জাতটি যদি তাদের পছন্দ না হয় তাহলে নাম দিয়ে আর কি করার থাকে। আর জাত যদি মনের মতো হয় তাহলে দেয় ডাকনামটিও নিজেদের মতো করে পরিবর্তন করে নেয়। যেমন বিআর১৪'র দেয় নাম গাজীকে তারা গাজীশাইল বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে। এভাবে চলছিল ভালো। একসময় এখানেও পরিবর্তন আনা হয়। কেন হলো বুঝতে পারলেও মন মানে না। বিআর২৬ এর পর থেকে ধানের নাম করণ শুরু হয় আরেকভাবে। এক্ষত্রেও প্রতিষ্ঠানের নাম জুড়ে দেয়া হয় তবে তা যে সংক্ষিপ্ত নাম তা বলা যায় না। যেমন বিআরআরআই (বাংলাদেশ রাইস রিসার্স ইনস্টিটিউট) নামকে ব্রি নামে সংকুচিত করে তার সঙ্গে ক্রমিক নম্বর জুড়ে দেয়া হয়। যেমন ব্রি ধান২৭। বিআর২৬ এর একটি ভাল নাম ছিল, শ্রাবণী। কিন্তু ব্রি ধান নামকরণের পর থেকে আর কোন ডাকনাম দেয়া হলো না। বিষয়টি সাধারণ চাষিদের কাছে বেশ কষ্টকরই হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ সাধারণ উচ্চারণে '-ফলার' মতো ধ্বনি উচ্চারণ করা কষ্টকর। তবে সঙ্গে একটি সাধারণ নাম থাকলে খারাপ হতো না। যেমন ব্রি ধান৫০ এর বেলায় বাংলামতি দেয়া হয়েছিল। একই ধারায় ব্রি ধান৬৩-কে বাংলামতি-২ বা ব্রি ধান৬৪-কে বা জিঙ্কধান-২ করতে পারলে মন্দ হতো না।

যাহোক এ ধরনের নামে আপত্তি উঠায় আমি আর কিছু বলছি না। তবে একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করা যায় কি না। সুগন্ধ না থাকলেও ব্রি ধান৬৩'র বাজারমূল্য অন্য চালের চেয়ে নিঃসন্দেহে বেশ বেশি হবে। তাই তাকে তো আলাদা একটি নাম দেয়া যেতে পারে। যাকে আমরা ট্রেড নাম বলেছি আগেই। এ জন্য আমাদের ঐতিহ্যের শরণ নিতে পারি। বাংলামতির মতো ছন্দময় এবং অর্থবহ নামের অভাব নেই। যেমন লীলাবতি, বিজ্ঞানী খনার আসল নাম। কিংবা মধ্যযুগের প্রথম মহিলা বাঙালি কবি চন্দ্রাবতী। এনিয়ে ভাবনা আমাদের থেমে নেই। একসময় ভেবেছি চিকন-চাকন গঠনের জাতটির নাম 'চিকনবালা' হলে কেমন হয়। বালা মানে হচ্ছে মেয়ে। অর্থাৎ চিকন মেয়ে। আমাদের মুখ্য ব্রিডার ড. তমাল আদিত্য রসিকতা করে এ কৌলিক সারিগুলোকে ডাকতেন ঐশ্বরিয়া বা রানী মুখার্জি নামে। এক সময় মনে হলো: আমাদের তো বালাম চালে ছিল। বালামের সুগন্ধ নেই। কিন্তু চালে দেখতে সুন্দর। বরিশালের এ বিশেষ বাণিজ্যিক দলভুক্ত চালে একসময় দেশব্যপী প্রসিদ্ধি পায়। তাই বালামের সঙ্গে সরু কথাটি জুড়ে দিয়ে সরু-বালাম নামে ডাকলে কেমন হয়। এ শুধু আমার প্রস্তাব। তবে জিঙ্ক-রাইসটির ব্যাপারে কিছু বলছি না। তাকে কেবল জিঙ্ক-রাইস বা জিঙ্কধান ২ বলে ডাকলেই যেন মানায়।

[লেখক : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট]